B.A. Semester-II (Hons.)
Sub - Political Science (Hons.)
Paper - CC-3 (Political Theory concepts and Debates.)
Syllabus Unit No - II (b) - Political Equality.

p. Patra

Q: Write a short note on Political equality.
রাজনৈতিক সাম্য বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

Ans: সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং সাম্য ও স্বাধীনতা একে অপরের পরিপূরক। অবাধ অসীম স্বাধীনতার ধারণা সাম্যের সঙ্গে সম্ভবপর হতে পারে না। আবার সাম্য ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ স্বাধীনতার বিভিন্ন দিকের উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে লাস্কি তিনটি দিক উল্লেখ করেছেন, যথা- ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তবে এই বিভাজন চূড়ান্ত নয়, কারণ লাস্কি নিজেই বলেছেন যে, অনেকে একে ভেঙে নিয়েছেন। চূড়ান্ত নয় এই কারণে যে, তিন প্রকার স্বাধীনতার মধ্যে পারস্পরিক (overlapping) আছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা হল রাজনৈতিক বিষয়ে যে ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার চিন্তন করে বা মত প্রকাশ করে। কেবল রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তাশীল মতামত অনুযায়ী অংশগ্রহণ করে। আধুনিক এই গণতান্ত্রিক যুগে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। কারণ, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার প্রয়োজনে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়।

সাম্য বলতে, অনেকেই বিশেষ সুযোগ-সুবিধার সমান ভাগ বোঝায় না, সাম্য বলতে বোঝায় যে সমাজে সবাই অন্ততপক্ষে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে নিহিত গুণাবলী বিকাশের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন এবং সাম্য বলতে অনুসারে সেই সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। সমাজে কোন প্রকার বৈষম্য বিরাজ না করে। রাজনৈতিক সাম্য (Political Equality) বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের সমান অধিকারের স্বীকৃতি, ও নাগরিকদের ক্ষেত্রে সমানভাবে অধিকারভোগের যোগ্যতা, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণী, গোষ্ঠী, লিঙ্গ, ধনসম্পত্তি প্রভৃতি

Page-2

বিভিন্নভাবে সকলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সকলেরই চাকুরি অর্জন, সরকারের কাছে অভাব-অভিযোগ পেশ, সকলেরই চাকুরির সমানাধিকার প্রভৃতি সমান অধিকারকে রাজনৈতিক সাম্য বলা হয়। রাজনৈতিক সাম্য না থাকলে গণতন্ত্র তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে, গণতন্ত্রের যে সাম্য ও আদর্শ তা অর্থহীন হয়ে যায়। সুতরাং, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সাম্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু মার্কসবাদীরা ও উদারবাদী বুর্জোয়া শাসকদের রাজনৈতিক সাম্য স্বীকার করে নেননি। কারণ তাঁদের মতে যে, যে সব দেশে যে সকল সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য ও বৈষম্য বর্তমান রয়েছে, সেই সব দেশে যথার্থ রাজনৈতিক সাম্য কখনোই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য রয়েছে এমন অবস্থায় ধনিক শ্রেণী ও শ্রমিকের মধ্যে সুবিধাভোগী সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর প্রতিনিধিরাই ক্ষমতায় থেকে অর্থনৈতিক নীতিতে সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই মার্কসবাদীগণ রাজনৈতিক সাম্যের চাইতে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। উৎপাদনব্যবস্থা ছাড়া সমাজে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের জীবন সুখময় করা নিশ্চিত হতে পারে না।

সুতরাং গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সকলের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সাম্য ঘোষণা করলেই রাজনৈতিক সাম্য আসতে তেমন কোনো যে প্রাপ্তি হয় না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য মুক্তিকামী মানুষের বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে পাশাপাশি গণতান্ত্রিক মানুষের মুক্তমনোভাব রাজনৈতিক সাম্যের উদ্দেশ্যে নীতি করে পরিবর্তিত হয়ে, এখন গণতান্ত্রিক আদর্শ উন্নত এবং মানবিক কায়েম করতে সক্ষম হয়। এই কারণে মার্কসবাদীগণ সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন দরিদ্র কৃষকের পক্ষে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য যে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন তা তার পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব। সুতরাং সমাজে কেবল রাজনৈতিক সাম্য স্বীকৃত থাকলেই রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে দরিদ্র শ্রেণীর প্রকৃত রাজনৈতিক সাম্য অর্থাৎ সুযোগসুবিধা গ্রহণ করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার সামাজিক উন্নয়নের প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে।

গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য উপাদান হল বিচারবিভাগের স্বাধীনতা। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও সুসংহতের জন্য বিচারবিভাগের স্বাধীনতা বিশেষ প্রয়োজন। বিচারবিভাগ যেখানে সরকারের প্রভাবাধীন, সে বিচারবিভাগের ন্যায় সমান প্রতিষ্ঠিত হলে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। বিচারবিভাগের ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় কোন অন্যতম শর্ত হল নিরপেক্ষ গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে থাকে। সমাজে সরকারের আইন নিরপেক্ষ প্রভাব প্রভাব হলে সকল প্রকার বিচারবিভাগের কাজকর্মের প্রভাব পড়বে। নিরপেক্ষ বিচারের প্রয়োজন সরকারের আইন বিচারবিভাগের কাজকর্মের নিয়ম অনুসারে নিয়ম বজায় হয়, বিচারবিভাগের কাজকর্মের নিরপেক্ষ বজায় হয়, বিচারবিভাগ না থাকলে বিচারবিভাগের ন্যায় প্রতিষ্ঠা বজায় হয়, বিচারবিভাগ সমান ন্যায় প্রতিষ্ঠিত না হলে ~~গণতন্ত্র~~ গণতান্ত্রিক সমাজ নাগরিক ভিত দুর্বল হবে। এর ফলে গণতান্ত্রিক সমাজ নাগরিক অধিকার রক্ষার যে দায়িত্ব ও কর্তব্য তা নষ্ট হবে। সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক নিরপেক্ষ আইন থেকে বঞ্চিত হলে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়, কারণ এতে বিচারবিভাগ ন্যায় সমান প্রতিষ্ঠিত হবেনা। নিরপেক্ষ বিচার নাগরিক তার নিজ মতামত প্রকাশ করতে পারবেনা এবং তাদের স্বার্থ নাগরিক উন্নতি করতে অক্ষম হবে।

সুতরাং সমাজে বিচারবিভাগের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে কেবল বিচারবিভাগের মাধ্যমে সুনিশ্চিত দিলেই হবেনা, বিচারবিভাগের ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় যথার্থ বজায় বিচারবিভাগের নিয়মিত নিরপেক্ষ কার্যবিভাগের উন্নয়ন দূর করে এবং সাধারণ নিরপেক্ষ প্রভাব উল্লেখ বৈশিষ্ট্য শর্ত, এটি বজায় না হলে বিচারবিভাগের ন্যায় কার্যকরী থেকে যাবে।